বালকের সততা

ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

করিম সবিনয়ে বলল, আপনি আমার পিতার মতো আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন, সে বিশ্বাসকে আমি রক্ষা করতে পেরেছি–এই আমার পক্ষে ঢের। এর বেশি আমি কিছু আশা করিনি।

১. **'এর বেশি আমি কিছু আশা করিনি'– উক্তিটিতে করিম চরিত্রের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?**

i. পরোপকারিতা
ii. বিচক্ষণতা
iii. সততা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২. **করিম কোন বিষয়টিকে দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করেছিল?**

ক বৃদ্ধের সম্পত্তি রক্ষা করা
খ বৃদ্ধকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করা
● বৃদ্ধের বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করা
ঘ নিজের সততার পরিচয় প্রদান করা

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ নৈতিক গুণাবলির উৎকর্ষতা

নিচের চিত্রটি লব করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

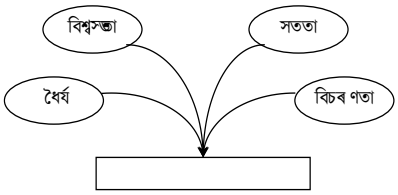

ক. উদ্দীপকে চতুষ্কোণবিশিষ্ট শূন্যস্থানটিতে কোন নামটি বসাবে?
খ. সততাই বালক চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণ বুঝিয়ে লেখ।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চারটি গুণের কোনটি তোমাকে বেশি আকৃষ্ট করে– যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
ঘ. 'বালকের সততা' গল্পে করিমের সততা কীভাবে তাঁতি মূল্যায়ন করেছেন–বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উদ্দীপকে চতুষ্কোণবিশিষ্ট শূন্যস্থানটিতে করিম বখ্‌শ নামটি বসাব।

খ 'সততাই বালক চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণ'–মন্তব্যটি যথার্থ।

সততা এমন একটি গুণ যা অর্জন করে নিতে হয়। কেউ কাউকে দিতে পারে না। এটি যদি বালক অবস্থায় অর্জন করা যায় তবে তা হবে খাঁটি সোনার মতো। সততার গুণে গুণান্বিত একজন বালক সবারই প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠে আর বড় হয়ে ওঠার ভিতটাও মজবুত হয়। সততার কারণেই বালকের জীবনে সফলতা আসে।

গ উদ্দীপকের উলিরখিত চারটি গুণের মধ্যে 'সততা' গুণটিই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করে।

একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় গুণ তার সততা। কেননা সততার উপরেই অন্য সব গুণ নির্ভর করে। সততা এমন একটি গুণ যা অর্জন করতে পারলে বাকি গুণগুলো এমনিতেই এসে যায়।

মানুষকে আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার প্রধান হাতিয়ার হলো সততা। সততাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। আর সততাহীন নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও বিচক্ষণতা একেবারে অর্থহীন। তাছাড়া মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সততা বয়ে আনে শান্তির সুবাতাস। সততার মাধ্যমেই আত্মশুদ্ধি লাভ করে জীবনকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে তোলা সম্ভব। 'বালকের সততা' গল্পটিতেও আমরা করিমের সততার প্রমাণ দেখতে পাই, সততার কারণে করিম দোকানির কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছিল। জীবনকে সার্থক করার একটি চমৎকার উপায় ও মানবচরিত্রের উজ্জ্বল অলঙ্কার হলো সততা। মনীষীরা সততার গুণকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাই সততা গুণটিই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করে।

ঘ 'বালকের সততা' গল্পে তাঁতি বালককে দোকানটা চিরদিনের জন্যে বুঝিয়ে দিয়ে বালকের সততার মূল্যায়ন করল।

বড় বাজারে তাঁতি করিম বখ্‌শ একটি ছেলেকে দোকানের দায়িত্ব দিয়ে জরবরি কাজে বাইরে গেলেন। কিন্তু দোকানদার ফিরে আসলেন দীর্ঘ সাত বছর পর। করিম বখ্‌শ নামের সে বালকটি প্রকৃত মালিককে যথাযথভাবে দোকানটি বুঝিয়ে দিতে চাইলেন।

তাঁতি দোকানের ভার করিমের হাতে ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণের কথা বলে প্রায় সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বৃদ্ধ অবস্থায় পুনরায় ফিরে আসেন। এসে করিমের পরিচয় পেয়ে তিনি যেন তার নিজের দোকানকেই চিনতে পারলেন না। তিনি করিমের সততায় মুগ্ধ হয়ে উঠলেন এবং অপার আনন্দের আতিশয্যে তিনি বলেই ফেললেন যে, "বল বাবা, তুমি মানুষ না ফেরেশতা!" করিমের সততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁতি করিমের হাত থেকে দোকানের ভার গ্রহণ না করে তাকে সবকিছু পুরস্কার হিসেবে দিয়ে তিনি তীর্থে চলে গেলেন। তাঁতি বুঝতে পারলেন যে, বালকের সততার কারণেই তার দোকানের আজ এত উন্নতি। বালক তার সততার পরশ দিয়ে দোকানটিকে আগলে রেখেছে বলে দোকানটি ধ্বংসের হাত থেকে রবা পেয়েছে। তাই তিনি তার দোকানটিকে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করে আশ্বস্ত হলেন। জীবনে তার আর কোনো বন্ধন রইল না।

গল্পে করিম বখ্‌শ যেমন সততার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি দোকানের মালিকও দোকানটি করিমকে পুরস্কার হিসেবে দিয়ে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ লেখক পরিচিতি ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ২২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
● ১৮৮৯ ⓚ ১৯৬৮ ⓖ ১৯৭৫ ⓘ ১৯৭৬

২. ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ নবাবগঞ্জ ● মাগুরা ⓖ কুষ্টিয়া ⓘ গোপালগঞ্জ

৩. ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান যে ধরনের ডাক্তার ছিলেন– (জ্ঞান)
ⓚ বৰব্যাধি ● হোমিওপ্যাথি ⓖ আয়ুর্বেদিক ⓘ গাইনি

৪. ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান কী ধরনের প্রবন্ধ রচনা করেছেন? (অনুধাবন)
ⓚ রাজনীতিবিষয়ক ⓚ প্রকৃতিবিষয়ক
● উপদেশমূলক ⓘ দেশপ্রেমমূলক

৫. নিচের কোনটি ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান রচিত গ্রন্থ? (জ্ঞান)
● উন্নত জীবন ⓚ পলিৱর্ষা ⓖ জীবনের গল্প ⓘ বিরহ বিলাপ

৬. 'মহৎ জীবন' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? (জ্ঞান)
ⓚ প্রমথ চৌধুরী ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ⓖ হুমায়ূন আহমেদ ● ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

৭. 'ধর্মজীবন' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? (জ্ঞান)
● ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ⓚ মুহম্মদ আব্দুল হাই
ⓖ ফরিদুর রেজা সাগর ⓘ আনোয়ারা সৈয়দ হক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮. ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের পেশা ছিল– (অনুধাবন)
i. শিৱকতা
ii. ডাক্তারি
iii. সাংবাদিকতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯. ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান রচিত গ্রন্থ হলো– (অনুধাবন)
i. প্রীতি উপহার
ii. মানবজীবন
iii. নৌকাডুবি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ মূলপাঠ ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ২১-২২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০. 'তুমি মানুষ না ফেরেশতা'– উক্তিটি কার? [কুষ্টিয়া জিলা স্কুল]
ⓚ করিমের ● তাঁতির ⓖ রহিমের ⓘ তাঁতির বউয়ের

১১. তাঁতির দোকানটি কোথায় ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ চকবাজারে ⓚ বৌ–বাজারে ● বড় বাজারে ⓘ নিমতলায়

১২. একটি দোকানের পরিবর্তে করিম কয়টি দোকান দিতে সমর্থ হয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ দুটি ● তিনটি ⓖ চারটি ⓘ পাঁচটি

১৩. কত বছর পর বৃদ্ধ তাঁতি করিমের সঙ্গে দেখা করতে আসল? (জ্ঞান)
ⓚ প্রায় এক বছর পর ⓚ প্রায় পাঁচ বছর পর
● প্রায় সাত বছর পর ⓘ প্রায় আট বছর পর

১৪. কার অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁতি বাড়ি গিয়েছিল? (জ্ঞান)
● স্ত্রীর ⓚ ছেলের ⓖ মেয়ের ⓘ বাবার

১৫. অবশেষে তাঁতি কোথায় চলে গিয়েছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ বিদেশে ⓚ এতিমখানায় ⓖ সেবাশ্রমে ● তীর্থে

১৬. করিম সাত বছর পর তাঁতির দেখা পেয়ে তাকে দোকান ফিরিয়ে দিতে চাওয়ায় করিমের চরিত্রে কোন গুণটি প্রকাশ পায়? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ পরশ্রীকাতরতা ● বিশ্বস্ততা ⓖ আন্তরিকতা ⓘ বিনয়ী

১৭. বৃদ্ধ তাঁতির কয়জন ছেলে মারা গিয়েছিল? (জ্ঞান)
● ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓘ ৫

১৮. অনেক বছর পর বৃদ্ধ কী চাইতে এসেছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ দোকান ⓚ ব্যবসায় ● ভিৰা ⓘ সম্পদ

১৯. তাঁতি করিম বখশকে কার সাথে তুলনা করেছিল? (জ্ঞান)
ⓚ রাখাল ⓚ শয়তান ⓖ ডাকাত ● ফেরেশতা

২০. করিমকে দোকান বুঝিয়ে দিয়ে তাঁতি কোথায় চলে গেলেন? [সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁ]
● তীর্থে ⓚ লন্ডনে ⓖ চাঁদে ⓘ জঙ্গলে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১. বৃদ্ধের দু'চোখ দিয়ে পানি পড়ার কারণ– (অনুধাবন)
i. দোকান খুঁজে না পাওয়া
ii. করিমের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে
iii. করিমের মহৎ প্রাণের পরিচয় পেয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২২. তাঁতির অনুপস্থিতিতে করিম কয়েকটি কাপড় বিক্রি করে কারণ– (অনুধাবন)
i. ক্রেতাদের তাগাদা
ii. দোকানের ঋণ পরিশোধ
iii. জিনিসপত্রের দাম জানা থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৩. তাঁতি বন্ধনমুক্ত হলেন– (অনুধাবন)
i. সবকিছু হারিয়ে ii. করিমকে দোকান দান করে
iii. দোকানের ভার করিমকে দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিষ্টির দোকানে কাজ করে অনিক। মালিক তার ওপর দায়িত্ব দিয়ে কয়েকদিনের জন্য বাড়িতে গেল। এদিকে অনিকের নিজ দায়িত্বে বিশ্বস্ততার সাথে দোকান চালাতে লাগল। পরে মালিক ফিরে এলে অনিক তাকে লেনদেনের হিসাব সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিল। অনিকের এহেন আন্তরিকতা ও সততায় মালিক ভীষণ খুশি হয়।

২৪. অনুচ্ছেদের সাথে তোমার পাঠ্য কোন গল্পটির মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ আয়না ● বালকের সততা ⓖ জাদুকর ⓘ রাখালের বুদ্ধি

২৫. অনুচ্ছেদের অনিকের মধ্যে উক্ত গল্পের যে যে বিষয়টি লক্ষ করা যায়– (অনুধাবন)
● সততা ⓚ লোভ ⓖ প্রতিশোধস্পৃহা ⓘ দুর্নীতি

➲ শব্দার্থ ও টীকা ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ২৩

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬. 'অগত্যা' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ⓚ পার করা ● বাধ্য হয়ে ⓖ অনুগত হয়ে ⓘ পুণ্যের মাধ্যমে

২৭. 'ইত্যবসরে' বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
● এ সময়ের মধ্যে ⓚ ইতিহাস সচেতন
ⓖ বিশ্বাসের সাথে ⓘ অবসর যাপন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮. 'প্রতিপত্তি' বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. প্রতিষ্ঠা ii. সম্মান
iii. যোগ্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ সারসংক্ষেপ ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ২৩

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯. তাঁতির কীসের দোকান ছিল? (জ্ঞান)

ক মিস্টির ● কাপড়ের গ স্বর্ণের ঘ চালের

৩০. তাঁতি কাকে দোকানে রেখে বাইরে গেলেন? (জ্ঞান)

ক নিজের পুত্রকে ● করিম বখশকে
গ নিজের স্ত্রীকে ঘ প্রতিবেশীকে

৩১. করিমের ব্যবসায়ে উন্নতির মূল কারণ ছিল– (উচ্চতর দৰতা)

ক ঋণ পরিশোধ খ কাপড়ের চালান
গ দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি ● সততা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২. সাত বছর পর দোকানের বৃদ্ধ মালিক ফিরে আসলে করিম– (অনুধাবন)

i. তাকে প্রচুর অর্থ দিল
ii. তাকে সাদরে গ্রহণ করল
iii. দোকানের দায়িত্ব তার হাতে দিতে চাইল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii গ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ সততা ও পরোপকারিতা

যাত্রী ছাউনিতে বসে বাসের জন্য অপেৰা করছিলেন অনেকে। বাস আসাতে সবাই তাড়াহুড়া করে বাসের দিকে রওনা হলো। আতিক সাহেবও বাসে ওঠার জন্য তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ব্যাগ নিতে ভুলে গেলেন। পরে অন্য যাত্রীরা এসে যাত্রী ছাউনিতে এসে বসলে ব্যাগটি দেখতে পায়। কেউ ব্যাগ নিয়ে মালিককে ফেরত দিতে রাজি হয় না যদি বিপদে পড়ে। কিন্তু হাবিব সাহেব বললেন, ব্যাগটিতে লোকটির অনেক জরবরি কাগজপত্রও থাকতে পারে। এই ভেবে ব্যাগের ভিতর ঠিকানা পেয়ে ব্যাগের মালিককে ফেরত দিলেন। ব্যাগের মালিক হাবিব সাহেবের সততা দেখে মুগ্ধ হলেন।

ক. করিম বখ্শ একটি দোকান থেকে কয়টি দোকান স্থাপন করল? ১
খ. বৃদ্ধের মনে আনন্দ হচ্ছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের হাবিব সাহেবের সাথে 'বালকের সততা' গল্পে করিমের সাদৃশ্য দেখাও। ৩
ঘ. 'সততা হলো মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাদান'– উদ্দীপক ও 'বালকের সততা' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিশেৱষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক করিম বখ্শ একটি দোকান থেকে তিনটি দোকান স্থাপন করল।

খ করিম সাত বছর পরও বৃদ্ধকে চিনতে পেরে ব্যবসা বুঝে নিতে বলায় বৃদ্ধের মনে খুব আনন্দ হচ্ছিল।

বড়বাজারে এক তাঁতির দোকানে কিছুৰণের জন্য করিম বখ্শকে বসিয়ে রেখে বাইরে যান ব্যবসায়ী। এরপর তিনি আর ফেরেন না। করিম বখ্শ সততা ও যোগ্যতায় ব্যবসা পরিচালনা করে ব্যবসায়ীর সকল ঋণ পরিশোধ করে দিল এবং একটি দোকান থেকে তিনটি দোকান স্থাপন করল। সাত বছর পর বৃদ্ধকে করিম বখ্শ চিনতে পেরে নিজের পরিচয় দেয় এবং ব্যবসা বুঝে নিতে বললে বৃদ্ধ মনে খুব আনন্দ অনুভব করে।

গ উদ্দীপকের হাবিব সাহেবের সাথে 'বালকের সততা' গল্পে করিমের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকের হাবিব সাহেবের সততা ও দায়িত্ব জ্ঞানের সাথে 'বালকের সততা' গল্পের বালকের সততা ও দায়িত্ববোধের নীতিগত মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের হাবিব সাহেবসহ আরো অনেক যাত্রী যাত্রী–ছাউনিতে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে। হাবিব সাহেব বাদে বাকি সবাই ব্যাগটা ফেরত দিতে যেতে রাজি হয় না, যদি কোনো ঝামেলায় পড়ে তাই। কিন্তু হাবিব হারিয়ে যাওয়া ব্যাগের লোকটির কথা চিন্তা করে সেটি ফেরত দিয়ে আসে। 'বালকের সততা' গল্পে করিম বখ্শকে দোকানে কিছুৰণের জন্য বসতে বলে দোকানদার আর ফিরে আসেন না। করিম দায়িত্ব মনে করে দোকান পরিচালনা করে এবং সাত বছর পর দোকানদার ফিরে এলে করিম সবকিছু দিয়ে দিতে চায়। তাই বলা যায়, সততা কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের দিক থেকে উদ্দীপকের হাবিব সাহেবের সাথে 'বালকের সততা' গল্পে করিমের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ সততা হলো মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ উদ্দীপক ও 'বালকের সততা' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

মানব চরিত্রে যত প্রকারের গুণাবলি রয়েছে তার মধ্যে সততাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা সততা ছাড়া মানব চরিত্রের অন্যান্য গুণাবলি অর্থহীন হয়ে যায়। মানুষের সকল গুণাবলি সততার উপর নির্ভরশীল।

'বালকের সততা' গল্পে তাঁতি একদিন দোকানে বেচাকেনা করার সময় একটা জরবরি কাজে করিম বখ্শ নামে একটি ছেলেকে দোকানে বসিয়ে রেখে তিনি কিছুৰণের জন্য বাইরে গেলেন। এরপর নানা দুর্বিপাকে পড়ে তাঁতি আর দোকানে ফিরে আসতে পারলেন না। করিম বখ্শ অনেক অপেৰা করার পরও যখন দোকানদারদের আসার চিহ্নমাত্র দেখল না তখন সে অগত্যা নিজেই দোকানের দেখাশোনা করতে লাগল। এমনকি তাঁতির সব ঋণ শোধ করল এবং একটির স্থলে তিনটি দোকান করল। সাত বছর পরে এসে তাঁতি আশ্চর্য হয়ে গেল করিমের ধৈর্য ও সততা দেখে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, যাত্রী ছাউনিতে বসে বাসের জন্য অনেকে অপেৰা করেছিলেন। আতিক সাহেব বাসে ওঠার সময় ব্যাগটি নিতে ভুলে গেলেন। পরে অনেক যাত্রীরা এসে যাত্রী ছাউনিতে এসে ব্যাগটি দেখতে পায়। কেউ ব্যাগ নিয়ে মালিককে ফেরত দিতে রাজি হয় না যদি বিপদে পড়ে কিন্তু হাবিব সাহেব বললেন, ব্যাগটিতে লোকটির গুরবত্বপূর্ণ জিনিস থাকতে পারে। তাই হাবিব সাহেব ব্যাগের ভিতর থেকে ঠিকানা বের করে মালিককে ফেরত দিলেন।

সৎ মানুষ চিরদিনই সম্মানের পাত্র। অসত্য মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং সততার পুরস্কার পাওয়া যাবেই। তাই মানবজীবনে সততার বিকল্প নাই।

প্রশ্ন– ২ দৈনিক জীবনে নৈতিক গুণাবলির প্রয়োজনীয়তা

আনিস ৫ টাকা নিয়ে দোকানে একটি কলম কিনতে গেল। দুইটি কলম নিয়ে একটির দাম দিল। বাকি কলমটি গোপনে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। দোকানদার বিষয়টি দেখেও না দেখার ভান করল। পরে আনিসের বাবাকে ডেকে এনে দোকানি বিষয়টি জানাল। আনিসের বাবা লজ্জা পেলেন এবং কলমের দাম শোধ করে দিলেন। বাসায় এসে কলম চুরির অপরাধে আনিসকে শাস্তি দিলেন।

ক. বড় বাজারে কার দোকান ছিল? ১
খ. করিম দোকানেই রাত্রিযাপন করল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'বালকের সততা' গল্পের বৈসাদৃশ্য কী– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক ও 'বালকের সততা' গল্প থেকে তুমি কী শিৰা গ্রহণ করবে? বিশেৱষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বড় বাজারে এক তাঁতির দোকান ছিল।

খ করিম বখ্‌শ দোকানদারকে ফিরে আসতে না দেখে নিজের দায়িত্ববোধ থেকেই দোকানেই রাত্রিযাপন করল।

একদিন দোকানের মালিক বেচাকেনা করার সময় একটা জরুরি কাজে করিম বখ্‌শকে দোকানে রেখে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেলেন। করিম বখ্‌শ সারাদিন বসে থাকল, তবুও দোকানদার ফিরে এলেন না। করিম অগত্যা সেদিন আর বাড়ি ফিরতে পারল না। দোকানদারের অপেক্ষায় সেখানেই রাত্রিযাপন করল।

গ উদ্দীপকের সাথে 'বালকের সততা' গল্পের সততা ও অসততার নীতিগত বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

গল্পে করিম বখ্‌শকে রেখে এক তাঁতি দোকানদার কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যান। তারপর আর দোকানদার ফিরে আসে না। ইতোমধ্যে বালক করিম সততার সাথে ব্যবসা চালিয়ে একটি দোকান থেকে তিনটি দোকান স্থাপন করে এবং ব্যবসায়ীর সকল ঋণ পরিশোধ করে দেয়। দীর্ঘ সাত বছর পর বৃদ্ধকে পেয়ে করিম নিজের পরিচয় দেয় এবং সকল ব্যবসা তাকে বুঝিয়ে দিতে চায়। করিমের সততায় বৃদ্ধ মনে মনে খুব আনন্দ পান।

অপরপক্ষে উদ্দীপকের আনিস পাঁচ টাকা নিয়ে দোকানে যায়। সে টাকা দিয়ে একটি কলম কেনে এবং আরেকটি কলম চুরি করে নিয়ে আসে। এতে তার চরিত্রের অসততা প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পে সততা গুণটির প্রকাশিত হয়েছে আর উদ্দীপকে অসততা গুণটির প্রকাশ ঘটেছে। এখানেই গল্প ও উদ্দীপকের মধ্যে প্রধান বৈসাদৃশ্য সূচিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপক ও 'বালকের সততা' গল্প উভয়ই মানব জীবনের জন্যে শিক্ষণীয়।

উদ্দীপক ও 'বালকের সততা' গল্প থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে, সততা মানুষকে মহান করে তাই সৎ থাকতে হবে আর অসততা মানুষকে হীন করে তাই অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

উদ্দীপকে দোকানদার দেখেছিল আনিস একটি কলম লুকিয়ে ফেলেছে কিন্তু সে দেখেও না দেখার ভান করেছিল। পরে তার বাবাকে ডেকে বিষয়টি বলায় দোকানির কাছে বাবা অপমানিত হন। আনিসের অসততার ফলে তার বাবা লজ্জিত হন এবং সেও শাস্তি পায়। অন্যদিকে 'বালকের সততা' গল্পে উদ্দীপকের সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র লক্ষ করা যায়। এখানে করিম বখ্‌শ ইচ্ছা করলে ব্যবসায়ীর সকল ব্যবসা নিজের করে নিয়ে নিতে পারত। কিন্তু সে সততা দেখিয়ে সাত বছর পরও বৃদ্ধকে নিজের পরিচয় দেয় এবং সবকিছু ফিরিয়ে দিতে চায়। করিম বখ্‌শের এ সততা দেখে বৃদ্ধ খুশিতে কোনো কিছুই গ্রহণ করেননি। বৃদ্ধ বালক করিমকে ফেরেশতার সাথে তুলনা করেন।

সততা মানুষকে উৎকৃষ্ট ও সম্মানিত করে। তাই অসৎ মানসিকতা পরিহার করে সবারই সততার গুণে গুণান্বিত হওয়া উচিত।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ সরল বিশ্বাসের প্রতিদান

বাদাম বিক্রেতা জুয়েল প্রতিদিন যা আয় করেন বাবুলের কাছে তা জমা রাখেন। এক মাস পর জুয়েল বাবুলের কাছে জমানো টাকাগুলো চাইল। কত টাকা জমা করেছে তা সে জানত না। কিন্তু বাবুল সব খাতায় লিখে রেখেছিল। সে জুয়েলকে জমানো সব টাকা পুরোপুরি বুঝিয়ে দেয়। এতে জুয়েল খুবই খুশি হয়।

ক. করিম কার নামে দোকান চলিতে লাগল? ১

খ. তাঁতির শরীর ভেঙে যাওয়ার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'বালকের সততা' গল্পের সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'বালকের সততা' গল্পের সামগ্রিক ভাবের ধারক"– মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক করিম তাঁতির নামে দোকান চালাতে লাগল।

খ প্রিয়জন হারানোর শোকে তাঁতির শরীর ভেঙে যায়।

ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের 'বালকের সততা' গল্পের তাঁতি স্ত্রী সন্তান নিয়ে সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ অজানা ঝড় এসে স্ত্রী পুত্রদের তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিঃস্ব করে দিল তাকে। তাদের বিয়োগ–ব্যথায় তাঁতি আজ নিস্তব্ধ, হতাশাপূর্ণ। তাই একদিকে বয়সের ভার, অন্যদিকে দুঃসহ বেদনার ভার বুড়ো তাঁতির শরীর ভেঙে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

Xclusive লিংক : *প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ করিমের বৃদ্ধকে দোকান বুঝিয়ে দেওয়া এবং বাবুলের জুয়েলকে টাকা বুঝিয়ে দেওয়ায় সাদৃশ্য বিষয়টি আলোচনা করতে হবে।

ঘ উদ্দীপকটি 'বালকের সততা' গল্পের সামগ্রিক ভাবের ধারক নয়– উদ্দীপকে প্রেক্ষাপটের মূল বিষয়ের খানিকটা সাদৃশ্য থাকলেও সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নেই –এ বিষয়টি আলোচনা করতে হবে।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ সততার পুরস্কার

মজিদ অল্প পুঁজি দিয়ে ছোট একটা খাবারের দোকান করেছিল। সে খাবারে কোনো ভেজাল দিত না, বাসি–পচা খাবার

খাওয়াত না। এজন্য তার দোকানে ভিড় লেগেই থাকত। খাবারের দামও যা যথার্থ তাই রাখত। এরপর ধীরে ধীরে তার দোকানটা বড় করলে লোকজনের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। এখন মজিদের ঢাকায় বড় বড় পাঁচটি খাবারের হোটেল। তার সততার কারণেই এমন সম্পত্তির মালিক হওয়া সম্ভব হয়েছে।

[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

ক. অনেকদিন পরে বুড়ো যখন ফিরে এলেন করিম তখন কোথায় বসেছিলেন? ১

খ. করিম সে দিন অগত্যা আর বাড়ি ফিরতে পারল না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের মজিদের সাথে 'বালকের সততা' গল্পের করিমের সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের সততার পুরস্কারের রূপ 'বালকের সততা' গল্পেও প্রতিফলিত।"– বিচার কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অনেকদিন পরে বুড়ো যখন ফিরে এলেন করিম তখন দোকানে বসেছিলেন।

খ তাঁতির ফিরে না আসায় করিম বাধ্য হয়ে দোকানে থেকেছিল। 'বালকের সততা' গল্পে জানা যায়, এক তাঁতি করিমকে দোকানে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যান। এক ঘণ্টা যায় তাঁতি ফিরে আসে না। দুই ঘণ্টা যায় তবু তিনি ফিরে আসেন না ।এমনকি দিন পেরিয়ে সন্ধ্যা হয়, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয় তখনো তাঁতি দোকানে ফিরে আসে না। তখন করিম বখ্‌শ বাধ্য হয়ে তাঁতির অপেক্ষায় দোকানে অবস্থান করে এবং রাত যাপন করে।

Xclusive লিংক : *প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ সততার বদৌলতে মজিদ যেমন পাঁচটি হোটেল করতে পেরেছে গল্পের করিমও তেমনি তিনটি দোকান দিতে পেরেছে–এ বিষয়টির সাদৃশ্য আলোচনা করতে হবে।

ঘ "উদ্দীপকের সততার পুরস্কারের রূ প 'বালকের সততা' গল্পে সমানভাবে প্রতিফলিত।" মন্তব্যটি যথার্থ –এরূ প ভাবধারায় আলোচনা করতে হবে।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ তাঁতি কাকে দোকানে রেখে জরবরি কাজে বাইরে গেলেন?
উত্তর : তাঁতি করিম বখ্শকে দোকানে রেখে জরবরি কাজে বাইরে গেলেন।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ তাঁতি কত বছর পর ফিরে এসেছিলেন?
উত্তর : তাঁতি সাত বছর পর ফিরে এসেছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ মাসিক বন্দোবস্ত করে তাঁতি কোথায় গেলেন?
উত্তর : মাসিক বন্দোবস্ত করে তাঁতি তীর্থে চলে গেলেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ করিমের নিকট দোকান বুঝিয়ে দিয়ে তাঁতি কোথায় চলে গেলেন?
উত্তর : করিমের নিকট দোকান বুঝিয়ে দিয়ে তাঁতি তীর্থে চলে গেলেন।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ তাঁতির কয়টি কাপড়ের দোকান ছিল?
উত্তর : তাঁতির একটি কাপড়ের দোকান ছিল।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ করিম কীভাবে দোকানের উন্নতি করল?
উত্তর : করিম সততার সাথে কাজ করে দোকানের উন্নতি করল।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ কীভাবে করিমের মহৎ প্রাণের পরিচয় মেলে?
উত্তর : নিজের কঠোর শ্রমে প্রতিষ্ঠিত জমজমাট ব্যবসা প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার মানসিকতার মধ্যেই করিমের মহৎ প্রাণের পরিচয় মেলে।

বৃদ্ধ তাঁতি তার দোকানে করিম বখ্শ নামে এক ছেলেকে অল্প সময়ের জন্য বসিয়ে জরবরি কাজে বাইরে যান। কিন্তু ফিরে আসতে বৃদ্ধের কেটে যায় সাত বছর। এই সাত বছরে করিম বখ্শ বৃদ্ধের ব্যবসায় জমজমাট করে তোলে শুধু সততা, মেধা ও পরিশ্রমের বলে। তথাপি সাত বছর পরে দুর্বল বিধ্বস্ত বৃদ্ধ দোকানে এলে করিম বখ্শ নিজে থেকেই তাকে ব্যবসায় বুঝিয়ে দিতে চায়। এভাবেই করিম বখ্শের মহৎ প্রাণের পরিচয় মেলে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ তাঁতি করিমের হাত থেকে দোকানের ভার গ্রহণ করলেন না কেন?
উত্তর : তাঁতি করিমের সততা অভিভূত হয়েই দোকানের ভার আর গ্রহণ করলেন না।

আপনজনদের হারিয়ে তাঁতির কাজে–কর্মে উৎসাহ ছিল না বিধায় তাঁতি দোকানের ভার গ্রহণ করলেন না। তাঁতি স্ত্রী–পুত্রসহ সব আপনজন হারিয়ে দুঃখে কাতর। কেউ নেই বিধায় মনে মনে তিনি আর ব্যবসা করার তাগিদ অনুভব করেন না। তাই তাঁতি করিমের হাত থেকে দোকানের ভার গ্রহণ করলেন না।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ করিম কীভাবে মস্ত সওদাগর হলো?
উত্তর : করিম নিজের সততা মেধা ও দায়িত্ব জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মস্ত সওদাগর হলেন। তাঁতি করিমকে কিছুক্ষণের জন্য দোকান দেখতে বলে গিয়ে আর ফিরে না এলে করিম নিজেই বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো দোকানের বেচাকেনা শুরু করে দিল।

তাঁতির হয়ে নতুন কাপড়ের চালান এনে দোকানের আয় ঠিক রাখল। করিমের আন্তরিক চেষ্টায় একটি দোকানের পরিবর্তে তিনটি দোকান স্থাপিত হলো। করিম সবগুলো দোকান তাঁতির নামে চালাতে লাগল। করিমের সম্মান প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গেল। এভাবে করিম মস্ত সওদাগর হলো।